দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

1 3 2002

ইনকিলাব ঃ গাজীপুর সদর উপজেলার ডেগেরচালা ছয়দানায় প্রতিষ্ঠিত আলিম মাদ্রাসাটি এক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে

গাজীপুরের ছয়দানা আলিয়া মাদ্রাসাটি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

মোঃ আব্দুস সামাদ ।। গাজীপুর সদর উপজেলার ডেগেরচালা ছয়দানায় প্রতিষ্ঠিত আলিম মাদ্রাসাটি ধ্বংস করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

শয়তানের শয়তানীর হাত থেকে ধর্মীয় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করার জন্য এলাকাবাসী প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে এলাকাবাসীর একান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারী মাদ্রাসাটি সরকারী মঞ্জুরি লাভ করে। ১৯৯০ সালের ১ জুলাই মাদ্রাসাটি আলিম পর্যায়ে মঞ্জুরি লাভ করে। বর্তমানে মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ শতাধিক। ১৯ জন শিক্ষক এবং ৩ জন কর্মচারী রয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারী সহযোগিতায় মাদ্রাসার ৫ তলাবিশিষ্ট একটি নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এ সময় স্থানীয় শফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি মাদ্রাসার জমির মালিকানা সংক্রান্ত গাজীপুরের প্রথম সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দেঃ মোঃ একটি মামলা দায়ের করেছে, যার নং-২৪০/০২। মামলার কারণে মাদ্রাসার নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেছেন, উক্ত মাদ্রাসার ১৪ শতাংশ জমি (যে জমির উপর এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত) আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। এ মাদ্রাসাটির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার। ঐ মামলায় তাকেও বিবাদী করা হয়েছে। এলাকাবাসী অভিযোগে আরও বলেছেন, উক্ত শফিকুল কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি। কিন্তু সে নিজেকে একজন মাওলানা বলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় পরিচয় দিচ্ছে। গ্রামবাসীর মতে, সে নিজেকে একজন পীর দাবী করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে একজন ভণ্ডপীর এবং মামলাবাজ। এক সময় তার মা ও বোন তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা দায়ের করেছিল বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

উক্ত শফিকুল ইসলামের বিভিন্ন অপকর্মের কথা উল্লেখ করে গ্রামবাসী গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। এলাকাবাসী তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে চান। মাদ্রাসার পাশে উক্ত শফিকের বাড়ী। বাড়ীর টয়লেটের ময়লার ট্যাংকিটি মাদ্রাসার ঘরের টিনের বেড়া ঘেঁষে স্থাপন করায় ময়লার দুর্গন্ধে মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা এখন ক্লাস করতে পারছে না। উক্ত শফিক মাদ্রাসাটির সরকারী মঞ্জুরি বাতিল করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে বলে মাদ্রাসার শিক্ষকগণ জানিয়েছেন। মাদ্রাসাটি রক্ষার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী এবং এলাকাবাসী শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।